সংবাদ

08 MAR 2017

উচ্চ শিক্ষার মান যাচাইয়ে অ্যাক্রেডিটেশন বিল পাস

সংসদ বার্তা পরিবেশক

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে দেশের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের বিধান করে সংসদে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিল-২০১৭ সংশোধিত আকারে পাস করা হয়েছে। গতকাল দশম জাতীয় সংসদের ১৪তম অধিবেশনের ২৮তম কার্যদিবসে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিলটি পাসের প্রস্তাব করলে কণ্ঠভোটে তা পাস হয়। এর আগে বিকেলে উচ্চ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

উচ্চ : শিক্ষার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনের শুরুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং উত্তর পর্ব টেবিলে উত্থাপিত হয়।

জাতীয় পার্টির নূরুল ইসলাম ওমর, কাজী ফিরোজ রশীদ, ফখরুল ইমাম, বেগম নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী, বেগম রওশন আরা মান্নান, জাসদের মইনউদ্দিন খান বাদল ও স্বতন্ত্র সদস্য আবদুল মতিন বিলের ওপর জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাব আনলে একটি সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। বাকি প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

বিলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য করার বিধান করা হয়েছে। বিলের বিধানাবলী কার্যকর হবার পর সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নামে একটি সংবিধিবদ্ধ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়। কাউন্সিলের কার্যালয় ঢাকায় রাখারও প্রস্তাব করা হয়। বিলে ১ জন চেয়ারম্যান, ৪ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ৮ জন খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠনের বিধান করা হয়। বিলে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান- সদস্য নিয়োগ, যোগ্যতা ও তাদের মেয়াদ, কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলী, কাউন্সিলের সভা, কাউন্সিলের সচিব ও কর্মচারী নিয়োগ, অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন, বিশেষজ্ঞ কমিটি, ফ্রেমওয়ার্কসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়। বিলে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট, অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেটের আবেদন প্রক্রিয়া, আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর, ফি, সার্টিফিকেটের বৈধতা, সার্টিফিকেট প্রাপ্তির শর্ত, নিরীক্ষা ও অ্যাসেসমেন্ট এবং সার্টিফিকেট বাতিলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত করার বিধান করা হয়।

বিলে অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ ছাড়া কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে অ্যাক্রেডিটেশনপ্রাপ্ত বলে বিজ্ঞাপন প্রচার বা তথ্য নির্দেশিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা যাবে না বলে বিধান করা হয়। বিলে বলা হয়, অ্যাক্রেডিটেশন ছাড়া কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা নির্ধারিত প্রমিত মানের শিক্ষা কাঠামোর ব্যত্যয় ঘটিয়ে, স্বনির্ধারিত কোন শিক্ষা কাঠামোর আলোকে ডিগ্রি প্রদান করতে পারবে না। এছাড়া কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট স্থগিত, বাতিল বা প্রত্যাহার করা হলে ওই প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই সার্টিফিকেট সমর্পণ করতে বাধ্য থাকবে। কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে তার নিকট কোনরূপ ভুল তথ্য উপস্থাপন বা কোন তথ্য গোপন করা যাবে না। এসব বিধান লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কনফিডেন্স সার্টিফিকেট বাতিল বা ক্ষেত্রমতে অ্যাক্রেডিটেশন সনদপত্র স্থগিত, প্রত্যাহার বা বাতিল এবং এর অতিরিক্ত হিসেবে জরিমানা আরোপ করার বিধান করা হয়। বিলে কাউন্সিলের তহবিল, বার্ষিক বাজেট বিবরণী, হিসাব-নিরীক্ষা, বার্ষিক প্রতিবেদন, রেজিস্টার, চুক্তি, বিধি-প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান করা হয়।

পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিলের রিপোর্ট উপস্থাপন

সংসদে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল-২০১৭-এর ওপর কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। গতকাল কমিটির সভাপতি মকবুল হোসেন রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে বিলটি সংশোধিত আকারে পাসের সুপারিশ করা হয়।

পারমাণবিক কলা-কৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে টেকসই এবং উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বিধানের প্রস্তাব করে গত ৩০ জানুয়ারি কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বিলটি উত্থাপন করেন।

বিলে বিদ্যমান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউ ক্লিয়ার এগ্রিকালচার অধ্যাদেশ-১৯৮৪ রহিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এমনভাবে বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়, যেন তা বিলে উল্লেখিত বিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংসদে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল-২০১৭-এর ওপর কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। গতকাল কমিটির সভাপতি মো. মকবুল হোসেন রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে বিলটি সংশোধিত আকারে পাসের সুপারিশ করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় বিধানের প্রস্তাব করে গত ৩০ জানুয়ারি কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বিলটি উত্থাপন করেন।

বিলে বিদ্যমান বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অধ্যাদেশ রহিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এমনভাবে বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়, যেন তা প্রস্তাবিত বিলের বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।